ব্রহ্ম হচ্ছে প্রাণের চূড়ান্ত স্থিরাবস্থা

প্রাণের দুটো অবস্থা। যেটার ওপরে আমরা বেঁচে আছি, চলাফেরা করছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি, ঝগড়া করছি, যা কিছু করছি, তা প্রাণের চঞ্চল অবস্থা থেকে। কিন্তু এটা ক্ষণস্থায়ী। তাহলে প্রাণের আর একটা উল্টো অবস্থা আছে। সেটা হচ্ছে স্থির। অর্থাৎ স্থির প্রাণ, সেটাই ব্রহ্ম, ভগবান্, যাই বলো। শেষ কথা। সে হচ্ছে প্রাণের স্থিরাবস্থা, আর চঞ্চল প্রাণ জীবাবস্থা।

এই প্রাণটা যতক্ষণ চঞ্চল হয়ে আছে আমাদের শরীরের মধ্যে ততক্ষণই আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু যেই প্রাণটা থেমে গেল অমনি মরে গেলাম। তাহলে জন্ম আর মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য কি? - না, জন্ম হচ্ছে প্রাণের চঞ্চল দিকে চলে যাওয়া, আর মৃত্যু হচ্ছে প্রাণের স্থিরত্বের দিকে চলে যাওয়া।

প্রাণের এই যে স্থিরাবস্থা, এটা আদি ও অনাদি। এর কোনো ক্ষয় নাই। এর কোনো উত্পত্তিও নাই, চিরশাশ্বত। তার থেকে যখন চঞ্চল হল প্রাণটা, তখন আমরা জন্মগ্রহণ করলাম এবং পৃথিবীতে আসলাম। প্রত্যেকটি প্রাণীর এই একই অবস্থা। সে মানুষ বলো, বাঘ বলো, হাতি বলো, মশা, মাছি, যাই বলো না কেন, সবার ক্ষেত্রে একই নিয়ম। তাই সকলের মধ্যে, এই চঞ্চল অবস্থায় থাকার দরুণ, আমাদের পেটে ক্ষুধা আছে, হিংসা আছে, লোভ আছে, ক্রোধ আছে। মানে, যত ইন্দ্রিয় সব এই চঞ্চল অবস্থার মধ্যে আছে। যদি আমরা স্থিরাবস্থায় যেতে পারি, তাহলে কিছুই নাই। এখানেই ক্রিয়াযোগের মাহাত্ম।

তাহলে যেটা বলছিলাম, আমরা যখন মরে গেলাম তখন প্রাণের সেই স্থিরাবস্থায় চলে গেলাম। এটা "কে এই শ্যামাচরণ" গ্রন্থটার মধ্যে পরিস্কারভাবে দেওয়া আছে। যে, যখন একটা প্রাণী মারা গেল, সে মানুষ হোক্, আর যে কেউই হোক্, তখন সে প্রাণের চঞ্চলতার দশ শতাংশে চলে গেল। একশো শতাংশে এখন চঞ্চল, সে তখন দশে চলে গেল। যদি একেবারে শূণ্য হয়ে যেত, শূণ্য শতাংশে, তাহলে কিন্তু তার আর পুনর্জন্ম হতো না।

তাহলে বিজ্ঞানটা থেকে এটা পাচ্ছি, আমরা যদি মুক্তি চাই তাহলে আমাকে শূণ্য শতাংশে যেতেই হবে। তাহলে ক্রিয়াযোগের এখানেই মাহাত্ম। ক্রিয়াযোগ আমাকে সেই শূণ্য শতাংশে নিয়ে যেতে পারে। এছাড়া পৃথিবীতে আর কারো কোনো ক্ষমতাই নাই। এই কারণে "যোগিরাজ" বলছেন, "ক্রিয়া সত্য আর সব মিথ্যা"।

তাহলে "ব্রহ্ম হচ্ছে প্রাণের চূড়ান্ত স্থিরাবস্থা"। আর জীব হচ্ছে প্রাণের চঞ্চলতার চূড়ান্ত অবস্থা। তাহলে এই দুটো চূড়ান্তের মাঝখানে কি আছে? - ধরো, চূড়ান্তে নাই, আমি স্থিরত্বেও যেতে পারিনি। তাহলে কোথায় গেলাম? - তা, হবে না। কারণ তোমার একশো শতাংশ যে স্থির, তুমি যদি নব্বই শতাংশকে স্থির করতে পারো তাহলে দশ শতাংশ চঞ্চল আছে।

তাহলে, ক্রিয়া করে যদি কোনো মানুষ, এই জীবনে দশ শতাংশে চলে যেতে পারে, তাহলেও 'পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'। কিন্তু কেউ যদি একদম একশো শতাংশ স্থিরাবস্থায় ফিরে গিয়ে দেহ ত্যাগ করতে পারে, তার তো কোটি কোটি বছরের মধ্যে আর জন্ম নাই, সে জন্মরহিত হয়ে গেল। আর তার জন্ম নাই। কিন্তু দশ শতাংশে গেলেও এই মিনিমাম্, হয়তো হাজারের মধ্যে এক শতাংশ চান্স্ - জন্মের - থাকে। সাধারণতঃ চান্স্ থাকে না। তাহলে তো গীতা মিথ্যা হয়ে যাবে।

Published on: Oct, 28 2025 11:59

এটা একটা বিচারে পাওয়া যাচ্ছে।

তো, সেইজন্যে, "ব্রহ্ম" তাহলে কি? - ব্রহ্ম আমাদের সকলের ভিতরেই আছে, প্রাণের স্থিরাবস্থা। আর জীবাবস্থা কি? - প্রাণের চঞ্চল অবস্থা। পার্থক্য এইটুকু। আর কিছু নাই।

Published on: Oct, 28 2025 11:59